০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮

মাদকবিরোধী অভিযানের নামে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের স্বপক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ কমিশনারের বক্তব্যের বিষয়ে অধিকার এর তীব্র প্রতিবাদ

চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ কমিশনার (সিএমপি) মোহাম্মদ মাহাবুবর রহমান মাদকবিরোধী অভিযানের নামে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নিয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন অধিকার সেই বক্তব্যের ব্যাপারে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। গত ৪ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ মাহাবুবর রহমান এক সভায় বলেন, “মাদক ব্যবসায়ীরা তাদের সুরক্ষার জন্য অস্ত্র রাখে। এই অস্ত্র উদ্ধারে যেভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা যাচ্ছে তাতে অনেক মাদক ব্যবসায়ীর ‘জীবন চলে যাচ্ছে’। আমি মনে করি এ ছাড়া কোনো গতি নাই। জীবনহানি হতে হবে শান্তির জন্য। শান্তির জন্য আমরা অশান্তি চিরতরে দমন করব। তারা যদি অস্ত্র দিয়ে আমাদের মোকাবেলা করে, আমাদের অধিকার আছে অস্ত্র ব্যবহার করার। আমরা সেভাবে এগোচ্ছি”।[1] গত ১৫ মে ২০১৮ থেকে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী অভিযানে বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা শুরু হয় এবং এরপর থেকে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী অভিযানের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ব্যাপক রূপ নেয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলে আসছেন, মাদক নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত এই ‘অল আউট যুদ্ধ’ চলবে।[2] ১৫ মে থেকে ৩১ অগাস্ট ২০১৮ পর্যন্ত মাদক নির্মূল করার অভিযানের নামে ২২৮ জন ব্যক্তি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মাদকবিরোধী অভিযানের বাইরেও দীর্ঘ দিন ধরে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চলমান আছে। ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৮ সালের ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত ১৮২২ জন ব্যক্তি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মাদকবিরোধী অভিযানের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দাবি নিহতরা সবাই মাদক ব্যবসায়ী। কিন্তু এই অভিযানে তথাকথিত ‘বন্দুকযুদ্ধে’ নিহতদের পরিবারগুলোর অনেক সদস্য অভিযোগ করেন, তাঁদের স্বজনদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং নিহত ব্যক্তি মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নন।

দেশে ফৌজদারী বিচারব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ায় এবং রাষ্ট্রকর্তৃক হত্যাকারীদের দায়মুক্তির সুযোগে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো ঘটেই চলেছে। বর্তমান সরকারের আমলে

---

[1] **বিডিনিউজ২৪, ৪ অগাস্ট, মাদক কারবারিদের জীবনহানিই সমাধান: সিএমপি কমিশনার,** https://bangla.bdnews24.com/ctg/article1536247.bdnews

[2] Ibid

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা আইনী প্রক্রিয়ার বাইরে বিচার ছাড়া নাগরিকদের হত্যা করাকে এখন নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। অধিকার বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির এই বিপজ্জনক অবনতির জন্য গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উচ্চ পদধারী ব্যক্তিদের এই ধরনের বক্তব্য এবং সেই লক্ষ্যে পরিচালিত অভিযান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আইনের সম্পূর্ন পরিপন্থী। অধিকার চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ কমিশনারের এই বক্তব্য প্রত্যাহার করার দাবী জানাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে মাদকবিরোধী অভিযানের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে অভিযুক্তদের বিচারের সম্মুখিন করার আহ্বান জানাচ্ছে।

সংহতি প্রকাশে,
অধিকার টিম